146025 - হামদ ও শুকররে মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

হামদ ও শুকররে মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হামদ (প্রশংসা) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা) এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে— এ নয়িে আলমেগণ দ্বমিত করছেনে:

প্রথম অভমিত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক; এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই। ইবনে জারীর আত্তাবারী ও অন্যান্য আলমে এ অভমিতটকিে পছন্দ করছেনে।

তাবারী (রহঃ) বলনে: " الْحَمْدُ لِلَّهِ"এর অর্থ হচ্ছে— শুকরয়িা একনষ্ঠিভাবে আল্লাহ্র জন্য; তনিি ব্যতীত আর যা কছিুর উপাসনা করা হয় তাদরে জন্য নয়..."। এরপর তনিি বলনে: "আরবদরে ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখনে এমন ব্যক্তদিরে মাঝে الحمد لله شكرًا কথাটরি শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন দ্বমিত নইে। যহেতেু এ কথাটি তাদরে সকলরে কাছে শুদ্ধ; এতে করে স্পষ্ট হয়ে গলে য, কখনও شكر (কৃতজ্ঞতার)-এর স্থলে الحمد لله (প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) বলা হয়। আবার কখনও الحمد (প্রশংসা)-এর স্থলে الشكر (কৃতজ্ঞতা) ব্যবহার করা হয়। কারণ যদি সটো শুদ্ধ না হত তাহলে الحمد لله شكرًا বলা বধৈ হত না।"[তাফসরিে তাবারী (১/১৩৮) থকেে সমাপ্ত]

দ্বতিীয় অভমিত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক নয়। বরং এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যগুলোর মধ্যে রয়ছে:

১। হামদ (প্রশংসা) মুখরে সাথে খাস। পক্ষান্তরে শুকর (কৃতজ্ঞতা) এমন নয়। বরং শুকর মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে হতে পার।ে

২। হামদ (প্রশংসা) কোন নয়োমত বা অনুগ্রহরে বপিরীতে যমেন হতে পার; তমেনি কোন কোন অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পার।ে পক্ষান্তর, শুকর (কৃতজ্ঞতা) কবেল কোন অনুগ্রহরে বপিরীতইে হয়ে থাক।ে

ইবনে কাছরি (রহঃ) ইবনে জারীর তাবারীর পূর্বোক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গয়িে বলনে (১/৩২): যহেতেু পরবর্তী

আলমেদরে অনকেরে নকিট মশহুর হল: হামদ (প্রশংসা) হচ্ছে মৌখকিভাবে প্রশংসতিরে আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণরে স্তুতি করা। আর শুকর (কৃতজ্ঞতা) কবেল পরার্থমুখী গুণরে ক্ষত্রেে হয় এবং যা সম্পাদতি হয় মন, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে। কবি বলনে:

أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً ... يدي ولساني والضميرَ المُحَجَّبا

(আমার পক্ষ থকেে আপনাদরে প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আমার হাত, আমার মুখ ও লুক্কায়তি অন্তর।)

কন্তিু আলমেগণ এ নয়িওে দ্বমিত করছেনে যে, কোনটি অধকি আম (সার্বকি); হামদ নাকি শুকর? তবে, সূক্ষ্ম নরীক্ষণ হল: এ দুটোর মাঝে আম (সার্বকি) ও খাস (বশিষে)-এর সম্পর্কদ্বয় বদ্যিমান। যে যে ক্ষত্রেে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় সে দকি থকেে হামদ শুকররে চয়েে আম। যহেতেু হামদ আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণ উভয় ক্ষত্রেে ব্যবহৃত হয়। যমেন বলা হয়: حمدته لفروسيته (আমি তার অশ্ব চালনার প্রশংসা করলাম)। আবার বলা হয়: حمدته لكرمه (আমি তার বদান্যতার প্রশংসা করলাম)। অন্য ববিচেনা থকেে হামদ শুকর-এর চয়েে খাস। যহেতেু হামদ কবেল কথার মাধ্যমে সম্পাদতি হয়। কন্তিু যে যে মাধ্যম দ্বারা হামদ ও শুকর সম্পাদতি হতে পারে সে ববিচেনা থকেে শুকর হামদরে চয়েে আম। যহেতেু শুকর কথা, কাজ ও নয়িতরে মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; যমেনটি পূর্বওে বলা হয়ছেে। আবার যহেতেু শুকর কবেল পরার্থমুখী গুণরে ক্ষত্রেইে ব্যবহৃত হয় তাই এ দকি থকেে শুকর হামদরে চয়েে খাস। যমেন এভাবে বলা যায় না যে, شكرته لفروسيته (আমি তার অশ্বচালনার জন্য শুকরয়িা (কৃতজ্ঞতা) করলাম)। তবে, আপনি বলতে পারনে: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ (আমার প্রতি তার বদান্যতা ও অনুগ্রহরে জন্য আমি তাকে শুকরয়িা জানালাম)। পরবর্তী কোন কোন আলমে যে সদ্ধিান্তে পৌঁছছেনে এই বক্তব্য সে সদ্ধিান্তরে সারকথা।[সমাপ্ত]

এর উপর ভত্তিি করে আবু হলিাল আল-আসকারি এ দুটোর মাঝে পার্থক্য নরিূপণ করছেনে। তনিি বলনে: "হামদ ও শুকররে মধ্যে পার্থক্য: হামদ হচ্ছে মুখে ভাল কছিুর স্তুতি করা; সটো কোন উত্তম গুণরে সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- ইলম কংিবা কোন অনুগ্রহরে সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- সদাচরণ।

আর শুকর: এমন কর্ম যা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহরে প্রক্ষেতিে উৎসারতি হয়; চাই সটো হোক মৌখকি স্তুতি, কংিবা বশ্বিাস, কংিবা অন্তররে ভালবাসা, কংিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে কোন কর্ম বা সবো।

জনকৈ কবি এ পার্থক্যগুলোকে তার কথায় এভাবে লখিছেনে..[এরপর তনিি পূর্বোক্ত পংক্তটিি উল্লখে করছেনে]।

সুতরাং হামদ হচ্ছে আম (সার্বকি); যহেতেু হামদ অনুকম্পা ও অন্য বষিয়কওে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার মাধ্যমরে ববিচেনা থকেে খাস (বশিষে)। যহেতেু তা কবেল মৌখকিভাবইে সম্পাদতি হয়। আর শুকর এর বপিরীত। যহেতেু শুকররে সংশ্লষ্টিতা কবেল অনুগ্রহরে সাথে, তবে শুকররে মাধ্যম কথা ও অন্য কছিুও হতে পারে। তাই এ দুটোর মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে এক দকি

থকেে আম (সার্বকি); অন্যদকি থকেে খাস (বশিষে)। কোন ভাল গুণরে মুখ দয়িে স্তুতি করলে সক্ষেত্রে এ দুটোর মলিন ঘটে। আবার বচ্ছিদে ঘটে এমন ক্ষত্রেে; যমেন কারো 'ইলম' থাকার স্তুতরি ক্ষত্রেে কবেল 'হামদ' এবং কোন ভাল গুণরে কারণে কাউকে ভালবাসার ক্ষত্রেে কবেল 'শুকর'-এর ব্যবহার।[আল-ফুরুক আল-লুগাওয়য়িযাহ (২০/২২০)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'মাদারজিুস সালকেীন' গ্রন্থে (২/২৪৬) বলনে:

"শুকর; এর প্রকার ও কারণগুলো ববিচেনার দকি থকেে আম। আর যে বষিয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত সে ববিচেনা থকেে খাস। অন্যদকিে হামদ এর সম্পৃক্ত বষিয়গুলোর ববিচেনা থকেে আম এবং কারণগুলোর ববিচেনা থকেে খাস।

এ কথার অর্থ হচ্ছে: শুকর অন্তর দয়িে সম্পাদতি হয়; অন্তর বনিয়ী হওয়া ও নত হওয়ার মাধ্যমে, মুখ দয়িে সম্পাদতি হয়; মৌখকি স্তুতি ও স্বীকৃতরি মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুগত ও নত হওয়ার মাধ্যমে। আর শুকররে সাথে সম্পৃক্ত বষিয় হচ্ছে অনুগ্রহ; আত্মগত গুণাবলী নয়। তাই এভাবে বলা যায় না: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه (আল্লাহ্র জীবন, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টশিক্তি ও তাঁর জ্ঞানরে কারণে আমরা তাঁর শুকরয়িা বা কৃতজ্ঞতা জানালাম)। কন্তিু তনিি তাঁর এ সকল গুণরে জন্যওে হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসতি; যমেনভাবে তনিি তার অনুগ্রহ ও ন্যায্যতার জন্যওে হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসতি।

আর শুকর হয় অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষত্রেে। তাই যা কছিুর সাথে শুকর সম্পৃক্ত ঐ সব বষিয়রে সাথে হামদও সম্পৃক্ত; কন্তিু বপিরীতটা নয়। আর যে যে মাধ্যম দয়িে হামদ প্রকাশ করা যায় সে সে মাধ্যম দয়িে শুকরও প্রকাশ করা যায়; কন্তিু বপিরীতটা নয়। যহেতেু শুকর অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমওে করা যায়; কন্তিু হামদ কবেল অন্তর ও কথা দ্বারা করা যায়।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।